ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার-২০
আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

বসন্তে আগমনীর সুর

।।খোকন সাহা।।

নতুন বইয়ের গন্ধ আর বসন্তে নতুন পলাশ ফুলের রঙ যেন মিলে মিশে একাকার। যদি বলেন কিভাবে তাহলে বলতেই হয়, বসন্তের দোল উৎসব আর বইয়ের মলাটের রঙ একে অপরের পরিপূরক। বই মানুষকে শুধু আনন্দ দান করে না, সাথে সাহসী ও প্রতিবাদী করে তোলে। কবির ভাষায় বলা যায় ''হেথায় মিশেছে দিশি হতে বিপুল জ্ঞানের ধারা, শত মনীষীর চিন্তার বানী আনন্দে আকুল পারা।'' যে সকল মানুষ বই পড়ে বড় হয়েছে, তাদের কাছে দিনের সূর্যের আলো, আর রাতের পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পায় না। এই যে পজিটিভ ভাবনা মানুষের মনে সৃষ্টি হয়, তা বারবার শানিত করার শুভ আয়োজন বইমেলা। প্রতিটি বইমেলার আয়োজন বহন করে চলেছে আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানব সভ্যতার জয়গান। বইমেলায় বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে সত্য-শিব-সুন্দর এই তিন ধ্বনি সংগমের মানব সভ্যতার উপর সদর্থক প্রভাব। আর আছে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন ও শক্তি অর্জন করার শুভ মুহুর্ত।

'মেলা' শব্দের অর্থ এসেছে মিল ধাতু থেকে। মেলার অর্থ মিলিত হওয়া। বইমেলা সেই মিলন প্রসঙ্গের ইঙ্গিত বাহক। ঠিক এই ভাবনা থেকেই হয়তো ১৯৮১ সালে প্রথম আয়োজন করা হয় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম আগরতলা বইমেলা। আমি প্রথম ঐতিহ্যবাহী আগরতলা বইমেলায় যাই ১৯৯৬ সালে। তখন বইমেলার বয়স ১৪ বছর আর আমার বয়স ১৮। কৈশোর বয়সে প্রায় সব মানুষ যেমন প্রেমে পড়ে, ঠিক তেমনি আমি ১৪ বছর বইমেলা নামক ললনার প্রেমে পড়ি। 'রবীন্দ্র ভবন'কে মধ্যে রেখে বারবার বইমেলা নামক প্রেমিকাকে প্রদক্ষিণ করি। এই যেন এক নৈসর্গিক আনন্দ মিছিল। সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি প্রথমবর্ষে বাংলা অনার্স নিয়ে। বাংলা বিষয়ের ছাত্র মানে বইমেলাকে নিয়ে আলাদা উত্তেজনা। এরমধ্যে কবি অধ্যাপক শংকর বসু, বাংলা ও সংস্কৃত বিষয়ের পন্ডিত অধ্যাপক সন্তোষ চক্রবর্তী প্রমুখদের সাথে পরিচয় হয়ে যায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের বইয়ের নাম আর অনার্স পাঠ্যবই, রেফারেন্স বই কেনার উৎসাব দিচ্ছেন স্যারেরা। এই ঘটনাবহ আমার কাছে রূপ নেয় বই উৎসবের। আগরতলা বইমেলা আজ আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্য ছাড়াও দেশ-বিদেশের বহু পাবলিশার্স আসে বই নিয়ে। আসে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক। এবার আরো আনন্দ লাগছে ৪২তম আগরতলা বইমেলা শুরু হবে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন। আশা রাখি এবার বইমেলা পুরনো সব বইমেলা ঐতিহ্যকে ছাপিয়ে আরো বেশি সফলতা এনে দেবে। আসলে আমার কাছে বইমেলা মানে 'বসন্তে আগমনীর সুর'।

(৪২তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ)।

****